ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৫৮ ● কলকাতা ● ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০১ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

চার্জশিটে নাম থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে?', কোর্টে যাওয়ার পথে 'কাকু'র উত্তর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সিবিআই-এর দেওয়া তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট নিয়ে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। ওই চার্জশিটের তিন জায়গায় লেখা রয়েছে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তবে সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে, তাঁর পদ কী, তাঁর ঠিকানা কী, কোনও কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে তাঁর আইনজীবী সঞ্জয় বসু বিবৃতিও দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

দলই শেষ কথা, আলাদা নেতার নামে পোস্ট নয়', সাফ জানালেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আজকাল দেখছি, অনেকে বলছে, আমি তৃণমূল বুঝি না, ওই দাদা বুঝি। দলের প্রতীক ছাড়া কেউ পঞ্চায়েতে একটা বুথেও জিততে পারবেন না। কেউ এখানে নেতা নয়, আমিও কর্মী। নেতা যদি কেউ হয়, সে হল জোড়া ফুল। মনে রাখবেন, দলই শেষ কথা, দল ছাড়া কারও কোনও অস্তিত্ব নেই, অন্য নেতার নাম নয়, সব কিছু বুঝে ফেসবুকে পোস্ট করুন।এর পরই অভিষেকের ঘোষণা, "নেত্রী বলেছিলেন দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসনে আমরা ক্ষমতায় আসব। আমি বলতে চাই ২১৫টির বেশি আসন আমাদের পেতে হবে। এক ছটাক জমিও কাউকে ছাড়া যাবে না।" শুধুমাত্র যাঁরা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাজনীতি করেন, তাঁদেরও এদিন সরাসরি সতর্ক করে অভিষেক বলেছেন, "হোয়াটসঅ্যাপে রাজনীতি না করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। রাস্তায় নেমে কাজ করতে হবে।" এভাবেই বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

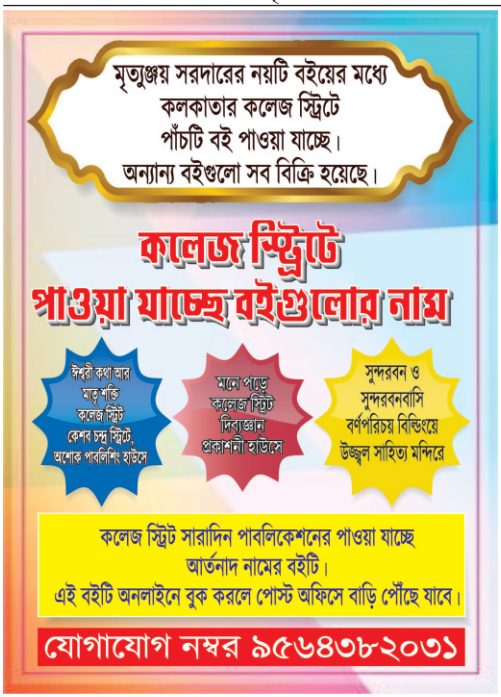

নাড্ডার পরে কে? সামনে আসছে অনেক নাম

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

বিজেপির নতুন কেন্দ্রীয় সভাপতির নাম ঘোষণা হবে কয়েক দিনের মধ্যেই। এতদিন জে পি নাড্ডা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ওই পদ সামলেছেন। এবার? সামনে অনেক নাম আসলেও তা গোপন রেখেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ২০ মার্চের মধ্যে ঘোষণা হতে পারে নতুন সভাপতির নাম। বর্তমানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রয়েছেন জেপি নাড্ডা। নতুন সর্বভারতীয় সভাপতিকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়া এখনও থমকে রয়েছে। রাজ্যস্তরে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সর্বভারতীয় স্তরে বদল আনা হবে বলেই খবর সূত্রের। বিজেপির দলের নিয়ম অনুযায়ী, দেশের অন্তত অর্ধেক রাজ্যের সভাপতিদের নির্বাচন না বলে কেন্দ্রীয় সভাপতি পদে নাম বাছাই করা যাবে না। সেই মতো ২৮টি অঙ্গরাজ্যের ১২টিতে ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজ্য সভাপতি বাছাই করে ফেলেছে বিজেপি। এখনও ৬টি রাজ্যে সভাপতিদের নাম চূড়ান্ত করা হয়নি। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই তা ঠিক করে ফেলা হবে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে দেশের বহু এই পদে ছিলেন। ২০১৯ সালের ১৭ জুন দলের জাতীয় কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন জেপি নাড্ডা। ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এরপর ওই দিনই বিজেপির ১১তম সর্বভারতীয় সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয় জেপি নাড্ডাকে। সেই থেকে বর্তমানে নাড্ডাই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি। প্রসঙ্গত, বিজেপির প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। সভাপতি পদে একাধিকবার আসীন হয়েছেন লালকৃষ্ণ আডবাণীও। তারপরে অবশ্য এই পদে আসিন হয়েছিলেন মুরলী মনোহর যোশী, এম বেঙ্কাইয়া নায়ডু, রাজনাথ সিং, নিতিন গডকড়ি। নাড্ডার আগে ছিলেন অমিত শাহ। এখন দেখার নতুন কোন ব্যক্তিত্ব এই পদ সামলান।

ভাবনীপুর নিয়ে উদ্বিগ্ন মমতা - সভা করলেন ওই অঞ্চলের ৮ কাউন্সিলারের সঙ্গে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

কিছুদিন আগেই শুভেন্দু অধিকারী ভাবনীপুর থেকে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন। শুভেন্দুর অংকটা বেশ পরিষ্কার যে ওই কেন্দ্রে অধিকাংশ হিন্দু ভোটার আর তার মধ্যে একটা বড়ো অংশ অবাঙালি হিন্দু। ইতিমধ্যে শুভেন্দু একাধিক সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা অঞ্চলে। কিছুটা হলেও কি শঙ্কিত মমতা? বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে মেগা সভা করেই মমতা ছুটেছিলেন ভাবনীপুরে কাউন্সিরদের সঙ্গে মিটিং করতে। গত লোকসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রের কিছু পুর এলাকা থেকে বিরাট

এরপর ৪ পাতায়

কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুল ছুটি প্রসঙ্গে শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজার সিদ্ধার্থশঙ্কর ধাড়াকে শোকজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- কয়েকদিন আগেই হঠাৎ এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুলগুলোতে বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি বাদ দিয়ে ঈদের ছুটি একদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে বিতর্ক কম হয় না। গতকালই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি বিতর্কে চক্রান্তের অভিযোগ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ক্ষোভ প্রকাশের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সাসপেন্ড হলেন শিক্ষাবিভাগের চিফ ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শংকর ধাড়া।

বিশ্বকর্মার পুজোর ছুটি বাতিল করে ইদের ছুটি দু'দিন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তারপর থেকেই সূত্রপাত বিতর্কের। তিনি দাবি করেন, পুরসভার শিক্ষাদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে আঘাত পেয়েছেন সনাতনীরা। বিজেপি নেতার অভিযোগের পরেই ছুটি বিতর্কে শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজার সিদ্ধার্থশঙ্কর ধাড়াকে শোকজ পাঠানো হয় পুরসভা তরফে। জানা যায়, পুরসভার শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ বা পুরসভার পুর কমিশনার, কারওর সঙ্গে আলোচনা না করেই এই ছুটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন তিনি। আর তারপরেই চড়ে বিতর্ক। এদিন আবার এই বিতর্কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা পুরসভা। সমস্ত কন্ট্রোলিং অফিসারের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুর কমিশনার ধবল জৈন জানালেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনিবার্য।

(১ম পাতার পর)

দলই শেষ কথা, আলাদা নেতার নামে পোস্ট নয়', সাফ জানালেন মমতা

বিশেষ অধিবেশনে দলীয় কর্মীদের শৃঙ্খলা ও অনুশাসন নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি দলের শৃঙ্খলাপরায়ণ ও বুথে বুথে বিরোধীদের সন্ত্রাসের সামনে বুক চিতিয়ে 'সাচ্চা'লড়াই করা কর্মীদের প্রশংসা করেছেন।

নেত্রীর আগেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেকও দলীয় শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে বলেছেন, "সংবাদ মাধ্যমে অনেক কথা বলে অনেকেই দলকে ছোট করছেন। দলের সঙ্গে যাঁরা বেইমানি করেছিলেন, সেই মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারীদের কিন্তু আমিই চিহ্নিত করেছিলাম। এবারেও বেইমানদের ল্যাজেগোবরে করার দায়িত্বটা আমি নিলাম।" নেত্রীর নির্দেশ পেয়ে আজ, শুক্রবার থেকেই জেলায় জেলায় দলীয় কর্মীরা বুথভিত্তিক ভোটার লিস্টের কাজ নিয়ে মাঠে নেমে পড়ছেন।দল বাদ দিয়ে 'ব্যক্তি-আনুগত্য'কে যে একদম প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়ে মমতা বলেন, "আমি নিয়মিত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার ফেসবুক দেখি, কে কী পোস্ট করছেন, সবটাই নজরে রাখি।" উল্লেখ্য, আর জি কর নিয়ে বিরোধীদের আন্দোলনের সময়ে দলের সিংহভাগ যেমন পাল্টা প্রচারে নামা দূরের কথা, কার্যত নিশ্চুপ ছিল, তেমনই উঠতি নেতাদের একাংশ দল বাদ দিয়ে ব্যক্তিপূজায় 'ব্যস্ত' হয়ে পড়েছিলেন। মমতার এদিনের কড়া নিশানা যে দলকে উপেক্ষা করে সেই 'ব্যক্তি-আনুগত্য' দেখানো কর্মীরা, তা খোলাখুলি জানিয়েছেন নেত্রী।

সমস্ত জেলা তৃণমূল সভাপতিদের ইন্ডোরের মঞ্চ থেকে নেত্রীর নির্দেশ, "সকলকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে আগামী একবছর সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন। যাঁরা সবাইকে নিয়ে চলতে পারবেন না, তাঁদের আমি বদলে দেব।" এর পরই মমতার মন্তব্য, যাঁরা শুধু বিবৃতি দেন, দলের সমালোচনা করেন, তাঁদের জন্য আমার কোনও দয়ামায়া নেই। এদিন নেত্রী আরও একবার পঞ্চায়েত ও কাউন্সিলরদের নাম করে সরাসরি স্বচ্ছ জীবনধারা এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, "শুধুমাত্র নিজের কথা ভাবলে হবে না, দলের কথা মাথায় রেখে কাজ করুন।"দলের বৈঠকে গেলে কী করতে হবে, কোন কর্মীদের তিনি পুরস্কৃত করবেন, কাদের দলের দায়িত্ব থেকে ব্যর্থতার জেরে অপসারণ করবেন, তার প্রতিটি বিষয় বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে দলের রাজ্য সম্মেলনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "আমি সেই কর্মীকে পুরস্কৃত করতে চাই, যে কর্মী কিছু পাওয়ার আশা না করে বুথে গিয়ে ভোটের দিন বুক চিতিয়ে লড়াই করে, অথচ কিছু চায় না।" একই সঙ্গে এদিন মমতা কর্মীদের ৪ দফা দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন- ১) ভোটার লিস্টে ভূতুড়ে ভোটার বাদ দিতে কাল থেকেই নেমে পড়ুন। ২) বুথে বুথে জনসংযোগ বৃদ্ধি করে সরকারের ৯৬টি প্রকল্প প্রত্যেকটি পরিবারে পৌঁছে দিতে হবে। ৩) সংগঠন মজবুত করতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে নামুন। নজর রাখতে হবে বিজেপি বা সিপিএমের হাতে যেন কোনও নিরীহ মানুষ অত্যাচারিত না হয়। ৪) আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে হারাতে ক্রিকেট-ফুটবলে আরও জোরে 'চার্জ'করতে হবে।"দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করে এদিন মমতা বলেন, "মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নম্রভাবে নতমস্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিন। বিজেপির জামানত জব্দ করুন, বাংলা মা-কে এগিয়ে যেতে দিন।" নেত্রীর পাশাপাশি এদিন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ব্যক্তিস্বার্থে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা যাবে না। বিধায়ক থেকে ব্লক স্তরের নেতাদের আমি বলতে চাই, কাজে যেন শিথিলতা না আসে। বিজেপি বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৬-এ লড়াইয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।"

(১ম পাতার পর)

চার্জশিটে নাম থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে?', কোর্টে যাওয়ার পথে 'কাকু'র উত্তর

এই চার্জশিট সামনে আসার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার মঞ্চ থেকে বলেন, ''সিবিআই একটা ২৮ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে। তাতে দু'জায়গায় আমার নাম লিখেছে। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কে? এমএলএ না এমপি? কোথায় থাকে, কার ছেলে, কী করে, কিছুই লেখেনি। বিজেপি যেমন ভাববাচ্যে কথা বলে, তেমন সিবিআইও ভাববাচ্যে কথা বলেছে।'' আসলে সিবিআই ভয় পেয়েছে বলেই পরিচয় উল্লেখ করেনি, এমনটাই দাবি অভিষেকের।যাঁর বয়ানে ওই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে, সেই সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে শুক্রবার কোর্টে তোলার সময় বারবার প্রশ্ন করা হয়।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এদিন আদালতে তোলা হয় সুজয়কৃষ্ণ ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে। তাঁকে গাড়িতে তোলা সময় সাংবাদিকরা বারবার প্রশ্ন করেন, 'চার্জশিটে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে, তিনি কে? কার নাম বলেছেন?' প্রশ্ন শুনে কোনও উত্তর না দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন 'কাকু'।

সিবিআই-এর দাবি, সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে নিয়োগ-কাণ্ডে অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়-কুন্তল ঘোষদের বৈঠক হয়। সেখানে কুন্তলের নির্দেশে কথোপকথনের রেকর্ডিং করা হয়। সেই রেকর্ডিং হাতে আসে সিবিআই-এর। তারপরই এই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, রেকর্ডিংয়ে শোনা যাচ্ছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলছেন, জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিকে বেআইনি নিয়োগের জন্য ১৫ কোটি টাকা চেয়েছে। কিন্তু সুজয় সেই টাকা তুলতে পারছেন না।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চ্যাম্পিয়ন লিউক কুটিনহো নতুন দিল্লির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

স্বাস্থ্য প্রশিক্ষক এবং লিউক কুটিনহো হলিস্টিক হিলিং সিস্টেমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা লিউক কুটিনহো পোষণ অভিযান বাস্তবায়নের বিষয় খতিয়ে দেখতে নতুন দিল্লির আরকে পুরমে কুসুমপুর আইসিডিএস প্রকল্পের ৫৫ ও ৫৯ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০ (মিশন পোষণ ২.০) – এর মাধ্যমে অপুষ্টির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক আচারণগত পরিবর্তন ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় কুটিনহো অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সঙ্গে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

কৃষি শিল্প সহ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন খাতে ৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ঘোষণা করল নাবার্ড

ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NABARD) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্যে ৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করল। যা গত বছরের তুলনায় ২০.৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুক্রবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য ঋণ সেমিনারে এই ঘোষণা করেন নাবার্ডের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক (CGM) শ্রী পি. কে. ভরদ্বাজ।

জেলার পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত ক্ষেত্রভিত্তিক ঋণের সম্ভাবনাগুলিকে একত্রিত করে রাজ্য স্তরে State Focus Paper (SFP) প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের প্রধান সচিব ওংকার সিংহ মীনা, রিজার্ভ ব্যাংকের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক (CGM) সুমতি মেরি এল. এন. সি. গুইতে, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার CGM সত্যেন্দ্র কুমার সিংহ, SLBC-এর আহ্বায়ক ও মহাব্যবস্থাপক বলবীর সিংহ এবং অন্যান্য সরকারি ও ব্যাংকিং কর্মকর্তারা।

নাবার্ড CGM শ্রী পি. কে. ভরদ্বাজ জানান, মোট ৩.৮০ লক্ষ কোটি টাকার সম্ভাব্য ঋণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে কৃষি, কৃষি-অবকাঠামো ও সংযুক্ত কার্যক্রমের জন্য ৩৩.৪২% অর্থাৎ ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় তিনি কৃষক উৎপাদনকারী সংস্থা (FPO), জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের ওপর বিশেষ জোর দেন।

SLBC-এর GM শ্রী বলবীর সিংহ নাবার্ডের কৃষি গবেষণার প্রশংসা করেন এবং রাজ্যের রপ্তানি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উপর জোর দেন।

SBI-এর CGM শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার সিংহ ফসল বৈচিত্র্যকরণ ও সুস্থায়ী কৃষি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

RBI-এর CGM সুমতি মেরি এল. এন. সি. গুইতে আর্থিক শিক্ষার প্রসার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উপর জোর দেন এবং নাবার্ড ও RBI-এর যৌথ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

কৃষি বিভাগের প্রধান সচিব ওংকার সিংহ মীনা বলেন, বর্তমানে কৃষি ঋণ বিতরণ ৭৫,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে এবং এটি চলতি বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করতে পারে। তিনি বাজার চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পনা, GI (Geographical Indication) ট্যাগিং, এবং ডাল, ভুট্টা ও তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেন।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সহায়তা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন MSME খাতে ২.০০ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ সম্ভাবনা (৫২.৬৩% মোট লক্ষ্যমাত্রার) নির্ধারিত হয়েছে।

অন্যান্য অগ্রাধিকার খাত যেমন গৃহঋণ, শিক্ষা ঋণ, সামাজিক পরিকাঠামো, রপ্তানি ঋণ, পুনর্ণবীকরণযোগ্য শক্তি, ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG/JLG) ঋণের প্রয়োজনে ০.৫৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সেমিনারে পানপাতার মূল্য শৃঙ্খল বিশ্লেষণের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন এবং Tribal Development Fund (TDF) প্রকল্পের সাফল্যগাথা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (RIPF) ও TDF প্রকল্পের তথ্যচিত্র উন্মোচন করা হয়।

সি জি এম জানান, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কৃষিকাজে গতি আনা ও কৃষকের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এই ঋণ ব্যবস্থা কৃষি, MSME, এবং সুস্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। নাবার্ড কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগ, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (MSME) উৎসাহিত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সুদৃঢ় করবে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

তার আনা খাবারগুলো গ্রহণ করতে বললেন। স্বামীজী হাসি মুখে তাকে আশির্বাদ করলেন। এই দেখে সেই খাবার খাওয়া ভদ্রলোকটি অবাক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর কাছে এসে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। এবং বললেন - আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি নির্বোধ, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। অহংকার বশতঃ আপনাকে অনেক অপমান করেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। স্বামীজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং বললেন- এই জগতে কাউকে তাচ্ছিল্য করতে নেই।এসব প্রসঙ্গ একটাই কথা বলার ছিল ঈশ্বর চিরকাল বিশ্বজুড়ে ছিল থাকবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ভাবনীপুর নিয়ে উদ্বিগ্ন মমতা - সভা করলেন ওই অঞ্চলের ৮ কাউন্সিলারের সঙ্গে

মার্জিন ভোট পেয়েছিল বিজেপি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট ৫টি পুর এলাকায় এগিয়ে ছিল তারা। অন্যদিকে, তৃণমূল জিতেছিল মাত্র তিনটি। সামনেই ছাব্বিশের নির্বাচন। লক্ষ্যমাত্রা ২১৫কে ধরে রাখতে এখন প্রতিটা ভোটই গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূলের কাছে। এই পরিস্থিতিতে ভবানীপুরে তলে তলে বাড়ন্ত বিজেপির ভোটে এখন রাশ টানতে ও সংগঠনকে আরও মজবুত করতেই আয়োজন হয়েছিল এই বিশেষ বৈঠকের। মূলত, লোকসভা ভোটের পর অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৭টিতে পিছিয়ে শাসকদল। যা নিয়ে মমতার সঙ্গে বেশ কয়েকবার নাকি বৈঠকেও বসেছিলেন ববি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভবানীপুর বিধানসভার অন্তর্গত ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও ছিলেন সুব্রত বক্সীর ভাই সন্দীপ বক্সী। ছিলেন ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসু, দেবলীনা বিশ্বাস, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন। কী কী বিষয়ে হল আলোচনা? সূত্রের খবর, ভবানীপুরের উন্নয়ন, পাশাপাশি, সকল প্রকল্পের সুবিধা পুরসভার মানুষরা পাচ্ছেন কিনা সেই বিষয়ে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও, ভোটার তালিকা নিয়ে রাজ্যজুড়ে চলা গোলযোগ নিয়েও সেই বৈঠকে কথা তোলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দক্ষিণ ভারতে সাধারনত এই ব্রত নিজেদের আধ্যাত্মিক মুক্তি তথা নিজেদের ইচ্ছাপুরনের জন্য করা হয়ে থাকে। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে এই ব্রতকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছে কারন এই ব্রতের দিনে শুধু এই ব্রত পালনকারীকে শুধু দর্শন করলেই সর্ব পাপ বিনষ্ট হয়, সর্ব ক্ষেত্রে সৌভাগ্য অর্জন হয় আর ইহজীবন সুখের হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শ্রী জগদীপ ধনখড় গৌরীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সার্ধশত আবির্ভাবের স্মরণে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় আজ কলকাতায় সায়েন্স সিটি'তে গৌরীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সার্ধশত আবির্ভাবের স্মরণে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন। তিনি বলেন, ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনা তার দীর্ঘদিনের সভ্যতার গভীর রয়েছে। তিনি জানান, আধ্যাত্মিক চেতনা যুগে যুগে অটুট রয়েছে। গৌরীয় মিশন সনাতন ধর্মের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বকে শান্তি, প্রেম ও সম্প্রীতির পথ দেখিয়েছে। পশ্চিম বিশ্বে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রভুপাদের ভূমিকা অনিস্বীকার্য।

তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, মদন মোহন মালব্যের মতো ভারতীয় নেতাদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন । তাঁর নীতি সর্বদা পথ দেখিয়েছে। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, সমাজে বর্ণ বৈষম্য সহ নানা অপকর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিনি। আচার্য শ্রীল কিভাবে আধ্যাত্মিক প্রকাশনা শুরু করেছিলেন, সেই বিষয়টি উল্লেখ করে শ্রী ধনখড় বলেন, ভারতীয় দর্শনকে বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাভাবনা অনুযায়ী, দেশকে বিকশিত করে তুলতে জীবনে তাঁর নীতি অনুসরণ করা এবং কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সকলে আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম এবং পর্যটন প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুরেশ গোপী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

'ভুতুড়ে ভোটার' ইস্যুতে মমতার বক্তব্যর পাল্টা চিঠি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা :- বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মমতার বক্তব্যর একটা বড়ো অংশ ছিল ভুতুড়ে ভোটার প্রসঙ্গ। সেই প্রসঙ্গেই মমতা বলেন, নির্বাচন কমিশনে বিজেপির লোকই ভরা। নির্বাচন কমিশনের আশীর্বাদে ভোটার তালিকায় কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন মমতা। মমতার এই মন্তব্যে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর। আর এনিয়েই এবার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি বিরোধী দলনেতার। শুভেন্দু এদিন তৃণমূলকে দ্বিতীয় মুসলিমলীগ পার্টি বলেন।বৃহস্পতিবার মমতার আক্রমনের পরে শুক্রবার শুভেন্দু মুখ খোলেন। তিনি বলেন, "জোরে জোরে খেলা হবে বলেছেন, সরাসরি হুঙ্কার। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বডি। নির্বাচন হয়। আর আপনি বলছেন অমিত শাহের দফতরের সচিবকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার করে দিয়েছে। আপনি চ্যালেঞ্জ করে কেন সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন না? আসলে আপনি ভয় পেয়েছেন।" মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার ফলাফলের পর মমতা ভয় পেয়েছেন বলে দাবি শুভেন্দুর। তিনি বলেন, "চেয়ার চলে যাবে তাই ভয় পেয়েছেন মমতা। বাংলার কৃষক, মহিলা, বেকার সকলেই ক্ষুব্ধ আপনার উপরে। সিঙ্গুর তাড়ানোর মঞ্চে আমি আসিনি। কারণ সিঙ্গুরকে তাড়ানো মহাপাপ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির ভাষণ

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু গান্ধীনগরে আজ ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে ন্যায়বিচার-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। ঐতিহ্য ও উন্নয়নের সমন্বয় ঘটিয়ে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি উন্নত ভারত গড়ে উঠেছে। বিগত কয়েক বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ফরেন্সিক সায়েন্সেস – এর ভূমিকাকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং এক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য বেশ কিছু কার্যকরি পদক্ষেপ নিয়েছে।

শ্রীমতী মুর্মু বলেন, যে কোনও বিচার ব্যবস্থা যদি প্রকৃতার্থে অন্তর্ভক্তিমূলক হয়, তবেই তাকে শক্তিশালী বলে বিবেচনা করা হবে। তিনি পড়ুয়াদের বলেন, তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, সমাজের সকল অংশে, বিশেষ করে দুর্বল ও সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের জন্য ফরেন্সিক প্রমাণের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত দ্রুত বিচার প্রদান করা। রাষ্ট্রপতি পড়ুয়াদের দেশের সুশাসনে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনে অপরাধ সংক্রান্ত তদন্ত এবং সাক্ষ্য সংগ্রহে পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ ৭ বছর বা তার বেশি, সেখানে এখন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের জন্য অপরাধ স্থল পরিদর্শন ও তদন্ত করা বাধ্যতামূলক হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত রাজ্যে ফরেন্সিক সুবিধাগুলির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করেছে। এইসব কারণেই বর্তমান সময়ে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের গুরুত্ব বাড়ছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃত্রিম মেধা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। একই সঙ্গে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি, অপরাধীরাও নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করছে। তাই, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আরো বেশি সজাগ থাকা প্রয়োজন, যাতে কোনও অপরাধী ছাড় না পান এবং অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তি দ্রুত সুবিচার পান। এক্ষেত্রে জাতীয় ফরেন্সিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় একটি শক্তিশালী ফরেন্সিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স বার্তায় তিনি লিখেছেনঃ "বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা উৎসাহী, বিশেষত আমাদের তরুণ উদ্ভাবকদের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের শুভেচ্ছা। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা জারি থাকুক, বিকশিত ভারত গঠনে বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে লাগানো হোক।

এই মাসের #মনকিবাত-এ আমি একদিনের জন্য বিজ্ঞানী হওয়ার কথা বলেছিলাম...যাতে যুব সমাজ কোন না কোনও বৈজ্ঞানিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।"

কলকাতায় ৪ মার্চ, ২০২৫ ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের ১৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস সমারোহের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

দেশের অন্যতম প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের ১৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতায় সংস্থার সদর দপ্তরে ৪ মার্চ, ২০২৫ এই সমারোহের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় খনি ও কয়লা মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি। উপস্থিত থাকবেন, সংস্থার মহানির্দেশক শ্রী অসিত সাহা সহ বিশিষ্টজনেরা।

১৮৫১-য় স্যর টমাস ওল্ডহ্যামের প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন, খনিজ আহরণ, বিপর্যয় সংক্রান্ত গবেষণা এবং সামগ্রিকভাবে ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক আলোকবর্তিকা।

এর আগে ২ মার্চ একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করা হয়েছে। তাতে যোগ দেবেন বিজ্ঞানী, গবেষক, নীতিপ্রণেতা এবং সাধারণ মানুষ। সল্টলেকের সিকে-সিএল পার্কেও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে। ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও আলোচনা কার্যক্রমেরও ব্যবস্থা থাকছে।

মহাশিবরাত্রিতে শাড়ি ও ভোগ বিতরণ

মো. জহির

কলকাতা। ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডে মহাশিবরাত্রি উৎসব পালিত হলো। শিবালয় জনকল্যাণ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইন্টালির বিধায়ক স্বর্ণ কমল সাহা। এছাড়াও, ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সবিতা রানী দাস, ওয়ার্ড সভাপতি শঙ্কর দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান আয়োজক হরিন্দর সিং এবং মো. নওশাদ আনসারির মতে, মহাশিবরাত্রির শুভ উপলক্ষে মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করা হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

(৩ পাতার পর)

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চ্যাম্পিয়ন লিউক কুটিনহো নতুন দিল্লির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন

আলাপচারিতায় অংশ নেন। এছাড়াও, ঐ কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন। উল্লেখ্য, এই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাই সম্প্রদায়ের অপুষ্টি দূরীকরণে এবং শৈশবের শিক্ষাকে শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

কুটিনহো 'পোষণ ট্র্যাকার' অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পুষ্টি পরিষেবার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন কমানো এবং রান্নায় ভোজ্যতেলের ব্যবহার কমানোর বিষয়ে প্রচারাভিযানের প্রশংসা করেন কুটিনহো। পোষণ অভিযানের আওতায় পোষণ মাস ও পোষণ পক্ষকালের মাধ্যমে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে তারও প্রশংসা করেন তিনি।

নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব উল্লেখ করেন যে, চলতি বছরের ১৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত সপ্তম পোষণ পক্ষকাল উদযাপন করা হবে। এই সময়কালে শিশুদের স্থূলতা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার উপর জোর দেওয়া হবে। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়, এমন শাকসব্জির উপর জোর দিয়ে কুটিনহো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একটি চারাগাছ রোপণ করেন। পোষণ উৎসব সংক্রান্ত একটি বই কুটিনহোর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সিনেমার খবর

রিনাকে বিয়ে করতে আমিরের খরচ হয় মাত্র ১০ টাকা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রথম স্ত্রী রিনা দত্তের সঙ্গে বহু বছর আগেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আমির খানের। তবে, ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন ওরা। এমনকি প্রথম দুই বছর বিয়ের খবর চেপে রেখেছিলেন তারা। আমির খান যখন রিনাকে বিয়ে করেন, তখন সুপারস্টার হননি তিনি। বিয়েতে খরচ হয়েছিল মাত্র ১০ টাকা। জানেন কি, এই দুইজনের বয়সের ফারাক কত?

আমির যখন বিয়ে করেন, তখন তার বয়স মাত্র ২১ বছর। রিনার বয়স তখন ১৯ বছর। আমিরের থেকে বছর দুয়েকের ছোট তিনি। অথচ এই মুহূর্তে আমিরকেই ছোট লাগে বলে দাবি নেটিজেনদের। তারা যে বিয়ে করছেন, সেই খবর পরিবারের কাছেও গোপন রেখেছিলেন আমির ও রিনা।

সেই সময় 'কেয়ামত সে কেয়ামত তাক'-এর শুটিং করছিলেন আমির। ওটিই তার প্রথম সিনেমা। জুহি চাওলার সঙ্গে প্রেমের সিনেমা, আমির দেখতেও ছিলেন অপূর্ব সুন্দর... তার বিয়ের কথা জানাজানি হলে দর্শক যদি জুহি ও তার রসায়ন নিতে না পারেন, সে কারণেই বিয়ের কথা না জানানোর সিদ্ধান্ত নেন আমির।

তবে পরিবারের কাছে সত্যি বেশিদিন চেপে রাখতে পারেননি তারা। জেনে ফেলেন আমিরের বোন। ব্যাস, পরিবারের বাকিদের জানতেও বেশি সময় লাগে না। এ ঘটনা শুনে অবাক হয়ে যায় আমিরের পরিবার। তবে কিছুদিনের মধ্যেই রিনাকে বাড়ির বউ হিসেবে মেনে নেন তারা। প্রধান সমস্যা দেখা যায় রিনার বাড়িতে। মেয়ে লুকিয়ে ভিন্নধর্মীকে বিয়ে করেছেন শুনে অসুস্থ হয়ে পড়েন রিনার বাবা। তাকে ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে।

ওই সময়টা যদিও রিনার পরিবারকে আগলে রেখেছিলেন আমির। আর সেই কারণে অচিরেই তিনি হয়ে ওঠেন দত্ত পরিবারের আদরের জামাই। রিনার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির। যদিও বছর কয়েক আগে ভেঙেছে সেই বিয়েও। বিচ্ছেদ হলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ রিনা ও কিরণের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক আমিরের।

সম্মান প্রাপ্য, চাইতে হবে কেন? প্রশ্ন অভিজিতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের অসংখ্য জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্য। সম্প্রতি সৃজিত মুখার্জির 'কিলবিল সোসাইটি'র জন্য একটি গান রেকর্ড করেছেন গায়ক। এরপর এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'সম্মান প্রাপ্য, চাইতে হবে কেন?'

অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি আর সৃজিত দু'জনেই চাই ভালো কাজ করতে। এদিকে র‍্যাপকে গান বলতে চান না অভিজিৎ। তার মতে, 'এটা কখনও মিউজিকের অংশ হতে পারে না।' তিনি এটাও স্পষ্ট করেন যে, র‍্যাপ নিয়ে বেশি আলোচনা করতেই তিনি চান না।

'ম্যায় হুঁ না' রিলিজের পর সংগীতশিল্পীদের প্রাপ্য সম্মান না দেওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। এখন কি গায়কদের কদর করে বলিউড? অভিজিতের উত্তর, 'সেটা আমি বলতে পারব না। আমি কোনও দিন বলিউডের লোক ছিলাম না। আর সম্মান তো প্রাপ্য, চেয়ে নিতে হবে কেন? সেই জন্য আমি আর গাই না।'

এখনও কি নিয়মিত রেওয়াজ করেন? এমন প্রশ্নে গায়ক বলেন, 'আমরা তো উস্তাদ নই। কিন্তু চেষ্টা করি গলার স্বর যাতে মখমলের মতো থাকে। আমি চাই গলায় যেন রোম্যান্টিকতা জড়িয়ে থাকে। তাই গলা খুব সামলে রাখতে হয়। রেওয়াজ করি, যখন আমি ফ্রি থাকি। অনেক সময়ে গাড়িতে তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করে নিই।'

সবকিছুর মধ্যে কাজকেই এগিয়ে রাখতে চান রাশমিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের দক্ষিণী সিনেমার দুনিয়া এবং বলিউডে জায়গা করে নেওয়া অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা নামটির সঙ্গে চলে আসে 'জাতীয় ক্রাশ' তকমা। তবে এই ধরনের তকমা ক্যারিয়ারে আদতে কোনো কাজে 'আসে না' বলে বলে মন্তব্য করেছেন এই অভিনেত্রী। এক সাক্ষাৎকারে ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলতে গিয়েই রাশমিকা এ কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, "এই ধরনের তকমা ক্যারিয়ারে কোন কাজে লাগে আমার জানা নেই। আমাকে আমার ভক্তরা জাতীয় ক্রাশ বলে থাকেন। তারা ভালোবাসেন বলেই

রাশমিকা মান্দানা

এই তকমা দিয়েছেন।তবে এটি স্রেফ একটি তকমা।" কেবল কাজকে সবকিছু থেকে 'এগিয়ে রাখা' উচিত বলে ভাষ্য এই নায়িকার। তিনি জানান, "যখন যে কাজ করি, সেটা দর্শকদের পছন্দ হল কী না, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।"

কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে রাশমিকার নতুন সিনেমা 'ছাবা'; সেখানে রাশমিকার নায়ক হয়েছেন ভিকি কৌশল। রাশমিকার পর্দায় আসা কন্নড় সিনেমা দিয়ে ২০১৬ সালে। দক্ষিণ ছাড়া বলিউডেও রাশমিকা কাজ করছেন এবং সফলতাও পেয়েছেন।

তিনি বলেন, "২৪টি সিনেমা হয়েছে আমার। ইন্ডাস্ট্রিতে গুণী অভিনেত্রী কম নেই। তাদের পাশাপাশি দর্শকরা আমাকে পছন্দ করেন, তাতে আমি গর্বিত।" এছাড়া গেল বছরের শেষ নাগাদ আসে 'পুষ্পা ২: দ্য রুল'; সেখানে আল্লু অর্জুনের সঙ্গে জুটি বাঁধেন তিনি।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে যে বড় সুখবর পেল আফ্রিকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকেও গ্রুপপর্বে বিদায় নিশ্চিত ইংল্যান্ডের। করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শুধুই নিয়মরক্ষার ম্যাচে তারা কাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবে। মাঠের বাইরে দাবি, 'বাটলার হটাও, দল বাঁচাও'। এমন দুঃসময়ের মধ্যে শেষটা তারা কতটা ভালো করতে পারবে সেটি দেখার অপেক্ষা। বিপরীতে দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনালের প্রায় সহজ। আজ অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তানের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে আছে তারাও।

অজিদের কাছে আফগানরা হারলে দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনাল এমনিতেই নিশ্চিত। আর অস্ট্রেলিয়া হেরে গেলে, তাদের সমান ৩ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে প্রোটিয়ারা। অজিদের

চেয়ে নেট রান রেটে অনেক এগিয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা কাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলে আর কোনো 'যদি-কিন্তু' থাকবে না। আর যদি হেরেও যায়, তবে সেটি বেশ বড় ব্যবধানেই হারতে হবে, তাহলেই অজিদের সেমির সুযোগ থাকবে।

সেমির স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় হতাশা জেঁকে বসেছে ইংল্যান্ড দলে। অনুশীলন বাদ দিয়ে এ দুদিন তাদের কাটছে বিশ্রামে। এর মধ্যে বাটলারের অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়ার দাবি, সাবেকদের সমালোচনার তীর। বিধ্বস্ত দলটির অধিনায়ক আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারের পরই বললেন, 'সত্যি বলতে এটা খুবই হতাশাজনক ব্যাপার। অনেক সুযোগ এসেছিল আমাদের সামনে। আমরা সেটাকে কাজে লাগাতে পারিনি। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় আমরা খুবই হতাশ। আগামী ম্যাচই আমার চিন্তার বিষয়।' আর নেতৃত্বের প্রশ্নে বললেন, 'আমি কি সমস্যার অংশ নাকি সমাধানের? আমার মনে হয়, এটাই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

অগোছালো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তি বাড়াতে একাদশে ফিরছেন হেনরিখ ক্লাসেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলেও ইংলিশদের খাটো করে দেখার সুযোগ নেই বললেন প্রোটিয়া কোচ রব ওয়াল্টার, 'বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন লিগে তারা (ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা) ভালো পারফর্ম করে, যেকোনো কন্ডিশনের সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতে পারে। যদি শুধু কাগজে কলমে দলের নামগুলো দেখেন, তাহলে বুঝবেন দলটিতে অনেক মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে। ক্রিকেট কখনো কখনো অদ্ভুত খেলা এবং এ কারণেই মাঝে মাঝে দল হেরে যায়।'

ক্লাসেনের ফেরা প্রসঙ্গে ওয়াল্টার বলেন, 'সে সত্যিই দুর্দান্ত খেলোয়াড়, তাই না? তার দক্ষতা বর্তমানে বিশ্বের সেরাদের মধ্যে অন্যতম, এটা আমরা সবাই স্বীকার করি। দলে তার মতো একজন খেলোয়াড় থাকা দারুণ ব্যাপার। আমরা জানি সে কতটা বিধ্বংসী হতে পারে।' চোটের কারণে গ্রুপ পর্বে নিজেদের আগের দুই ম্যাচে একাদশের বিবেচনায় ছিলেন না ক্লাসেন।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ৪ ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুধু চ্যাম্পিয়নস লিগে ৪ বারের মুখোমুখি লড়াইয়ে দুটি করে জয় পেয়েছে দুই দলই। কিন্তু প্রোটিয়ারা ২০০০ সালেই সবশেষ ইংলিশদের বিপক্ষে জিতেছিল।

সেই ভুলের মাশুল এখনো দেননি রোহিত!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের পর অক্ষর প্যাটেলকে ডিনার করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। তবে ভারত অধিনায়ক সেটি এখনো পালন করেননি। এ নিয়ে তাই খানিকটা আক্ষেপ করলেন অক্ষর!

বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অক্ষর। ইনিংসের অষ্টম ওভারে প্রথমবারের মতো স্পিন আক্রমণে যান রোহিত। অক্ষর প্যাটেলের করা সেই ওভারের দ্বিতীয় বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে সামান্য টার্ন করে বের হয়ে যাওয়ার সময় ড্রাইভ করতে যান তানজিদ তামিম। টাইমিং না হওয়ায় ব্যাটের কানা ছুঁয়ে রাহুলের হাতে ধরা পড়েন।

তামিমের বিদায়ের পর উইকেটে আসেন মুশফিকুর রহিম। অভিজ্ঞ এই ব্যাটারের কাঁধে তখন পাহাড়সম দায়িত্ব। তবে মুশফিক দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। নিজের খেলা প্রথম বলেই ডিফেন্স করতে গিয়ে এজ হয়ে বল যায় রাহুলের হাতে। গোল্ডেন ডাক খেয়েছেন তিনি।

হ্যাটট্রিক বলটিও একই জায়গায় করেছিলেন অক্ষর। আগের বলের পুনরাবৃত্তি হতে পারতো আরেকবার। তবে রোহিত শর্মার কল্যাণে বেঁচে যান জাকের। তার ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বল যায় প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা রোহিতের হাতে, সহজ ক্যাচ রাখতে পারেননি ভারত অধিনায়ক। ফলে হ্যাটট্রিক বঞ্চিত হন অক্ষর।

তখনই নিজের ভুল বুঝতে পারেন রোহিত। অনেকটাই বিরক্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন। আর ম্যাচ শেষে ডিনারের প্রতিশ্রুতি দেন অক্ষরকে। ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণীতে রোহিত বলেছিলেন, 'আমি তাকে (অক্ষর প্যাটেল) আগামীকাল (শনিবার) ডিনার করাব।'

এই ঘটনার বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেলেও অক্ষরকে দেওয়া কথা এখনো পালন করেননি রোহিত। এবার এ নিয়ে মজা করে অক্ষর বলেছেন, 'আমাদের ছয় দিনের বিরতি আছে এবং পরের পর্বেও (সেমিফাইনাল) উঠেছি। তাই আমার মনে হয়, তার কাছে ডিনারে নিয়ে যাওয়ার দাবিটা তোলার সুযোগ এখন পাব।'

নতুন কোচের খোঁজে নামছে পাকিস্তান!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কোনো জয় ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি টুর্নামেন্ট শেষ করেছে পাকিস্তান। এই ব্যর্থতার দায়ভার এসে পড়ছে পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ আকিব জাভেদের ওপর। তার চুক্তি নবায়ন হচ্ছে না এমন ব্যর্থ টুর্নামেন্টের পর। ফলে শিগগিরই নতুন কোচের সন্ধানে নামছে পিসিবি।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সূত্র ধরে জিও নিউজ জানিয়েছে, 'আকিব জাভেদকে তার পদে কোনো বাড়তি সময় দেওয়া হবে না। নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য নতুন কোচ নিয়োগ করা হবে।'

পাকিস্তান তাদের ঘরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ করেছে কোনো জয় ছাড়াই। যেখানে বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ বিরুদ্ধে তাদের শেষ ম্যাচও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এটি ছিল ১৯৯৬ সালের পর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম কোনো আইসিসি টুর্নামেন্ট। সে টুর্নামেন্টে এমন পারফর্ম্যান্স দলটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে খুব।

গত নভেম্বরে গ্যারি কারস্টেনের পদত্যাগের পর আকিব জাভেদকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে তার অধীনে পারফর্ম করতে পারেনি দলটা। দ্রুত টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়া শুধুমাত্র সমর্থকদেরই নয়, সরকারেরও নজর কেড়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের রাজনৈতিক ও পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক সহকারী রানা সানাউল্লাহ জিও নিউজে জানান, প্রধানমন্ত্রী নিজে এই পরিস্থিতি নিয়ে নজর দেবেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Mokhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR